মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি-উক্তার আহবান

শির্ক ও বিদআতমুক্ত হন

কোন মসীবত বা বিঘ্ন নিবারণ করার জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, জিন বিতাড়ন বা ঘর বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাবীয (কবচ বা মাদুলি, কোন ধাতু নির্মিত) বালা, নোয়া বা সুতো ইত্যাদি ব্যবহার করা মুমিনের ঈমান অসম্পূর্ণতার সাক্ষ্য। এসব ব্যবহার করা ব্যবহাকারীর বিশ্বাসানুযায়ী শির্কে আকবরও হতে পারে; শির্কে আসগরও।

তাবীয নোয়া ইত্যাদিকে ঔষধের সাথে তুলনা করা মহা ভুল। কারণ, আল্লাহ-পাক প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ দিয়েছেন এবং তা ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাবীয বা বালার মসীবত দূর করার সাথে কোন সম্পর্কই নেই, তার মধ্যে সে শক্তিও নেই। বিপদ-বালাই দূর করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে। *(কুঃ ১০/১০৭)* তাঁর ব্যবস্থা-পত্রানুসারে পালন ও ঔষধ ব্যবহার করলে দৈহিক আপদ-বালাই দূর হয় এবং আত্মিকও।

তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কোন না কোন কারণ বা হেতু সৃষ্টি করেছেন, যার সম্মিলনে কোন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে মুমিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না। অবশ্য যাদু, ঐন্দ্রজালিক ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত। কিন্তু তা ব্যবহার করা অবৈধ।

তাই কোন আরোগ্য-আশায় ব্যবহার্য বস্তুর মাঝে যদি ঐ দুটি হেতুর কোনটি না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা বা তাতে আরোগ্য লাভের আশা রাখা অথবা ভরসা করা শির্ক হবে। অতএব যে বস্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা অভিজ্ঞতায় অথবা শরীয়তী ফায়সালায় রোগের প্রতিকারক, প্রতিষেধক ও বিঘ্ননিবারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে কেবলমাত্র ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসে অব্যর্থ ঔষধ মনে করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

যে সমস্ত তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অথবা কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে বানানো হয়, তা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

অবশ্য কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। যাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে। আশ্চর্যের কথা যে, ওদের মতে তাবীয বেঁধে মড়াঘর বা আঁতুড়ঘর গেলে তাবীয ছুত হয়ে যায়। কিন্তু অচ্ছুতের গায়ে ঐ তাবীয কি করে ছুত না হয়ে থাকে?

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অকুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। *(ইবনে বায ২/৩৮৪)*

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর ‘আল্লাহ’ বা ‘মুহাম্মাদ’ বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

প্রকাশ থাকে যে, যা ব্যবহার করা হারাম তা ক্রয় করা, লিখা, প্রচার করা, তাতে অর্থ উপার্জন করা এবং তার ব্যবসা করাও হারাম।

কোন রোগ নিরাময় বা বিঘ্ন-বালাই নিবারণ করার উদ্দেশ্যে কুরআনী আয়াত পাঠ করে পানির উপর দম করে অথবা কোন পবিত্র পাত্রে লিখে তা পানি দ্বারা ধৌত করে পান করা যায়। *(যাদুল মাআদ ৩/৩৮১)*

মুসলিম যেমন নিজেকে কিংবা তার শিশুকে বদনযর, জিন-ভুত বা রোগ-বালাই হতে বাঁচাবার জন্য তাবীয ব্যবহার করে না। (বরং তার জন্য যথাযথ নববী দুআ ব্যবহার করে।) তেমনি তার পশু, ক্ষেতের ফসল বা গাছের ফলাদিকে বদনযর বা অন্যান্য আপদ হতে বাঁচাবার জন্য মুড়ো ঝাঁটা, তার, ছেঁড়া জাল, লোহা, তামা, কোন পশুর মুন্ড বা হাড়, ভাঙ্গা মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে না। তদ্রূপ লগনধরা বর-কনের হাতে বা কপালে সুতো বাঁধা, (সাধারণতঃ বদনযর বা জিন ইত্যাদি থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে) সঙ্গে সর্বদা লোহা (যাঁতি বা কাজল লতা) রাখা, বিবাহের পর দাম্পত্যের মঙ্গল বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনী ভেবে স্ত্রীর (এয়তীর প্রতীকরূপে) হাতে চুড়ি বা কোন অলঙ্কার (অনুরূপভাবে স্বামীর সাথেও আংটি) রাখা জরুরী ভাবা, ছেলেদের খতনা করার পর তাদের পায়ে বা হাতে লোহা বাঁধা, মৃতের গোসল দেওয়ার পর তার ময়লাদি ফেলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে লোহা রাখা, আঁতুড় ঘরে লোহা, মুড়ো ঝাঁটা বা ছেঁড়া জাল ইত্যাদি রাখা, কোন খাবার জিনিস বাড়ির বাইরে গেলে তাতে লোহা বা লঙ্কা প্রভৃতি রাখা, গাড়িতে ছেঁড়া জুতা বাঁধা ইত্যাদি -যাতে শরয়ী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন যুক্তি বা হেতু থাকে না তা- ব্যবহার করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

মুসলিম শরয়ী হেতুতে যথার্থ বিশ্বাস রাখে। কুরআনী আয়াত বা (সহীহ) দুআয়ে রসূল দ্বারা ঝাড়ফুঁকে রোগী সুস্থ হতে পারে। বিশেষ করে বিষাক্ত জন্তুর দংশনে, বদনযরে ও শয়তান দূরীকরণার্থে কার্যকরী। যেমন, মুসলিম বিশ্বাস রাখে কুরআনী আয়াত ও দুআর শক্তি, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব ধর্ম ও প্রকৃতিগত গুণের উপর। যেখানে আল্লাহরই আদেশে তাঁর অনুগত ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধন করে থাকেন। যেমন, হারাম-কার্যে এবং যোগ-যাদু প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াতে শয়তান সাহায্য করে থাকে।

ঝাড়-ফুঁক ইসলামে স্বীকৃত। রসূল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁর উপর করা হয়েছে। *(মুসলিম২১৯১, ২১৯২, ২১৮৬)*

অতএব মুসলিমও ঝাড়ফুঁক করতে পারে। কিন্তু এর বৈধতার জন্য দুটি শর্ত আছে। প্রথমতঃ যেন তা কুরআনী আয়াত, (সহীহ) দুআয়ে রসূল অথবা আল্লাহর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) দ্বারা হয়। দ্বিতীয়তঃ যেন রোগী ও ঝাড়ফুঁককারী এই বিশ্বাস রাখে যে, ঝাড়ফুঁকের (অনুরূপভাবে ঔষধের) নিজস্ব কোন শক্তি বা তাসীর নেই। বরং (তা আল্লাহর দানে) আরোগ্য তাঁর ইচ্ছা ও তকদীরের উপর হয়। বলা বাহুল্য, কোন ফিরিশ্তা, জিন বা কোন দেবতার (যেমন, ষাট বা ষষ্টি মায়ের) নামের যিক্র নিয়ে অথবা কোন অর্থহীন মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বা করানো শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

প্রচলিত মড়া-বাড়ির তরফ থেকে ভাড়াটিয়া কারীর কুরআন খানী, ফাতেহা খানী, কুল খানী, শবিনা খানী, চালসে, চাহারম, মীলাদ পাঠ ইত্যাদি যা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় সমস্তই বিদআত। এসব মৃতের কোন কাজে আসে না। উপরন্তু মৃত ব্যক্তি যদি নাস্তিক বা কাফের অথবা মুশরিক হয়, তাহলে তার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এমন দুআ মজলিস করা বা দুআ করাই হারাম। *(কুঃ ৯/১১৩)*

বলা বাহুল্য, মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে নিয়েও এ উদ্দেশ্য সাধন করার অপচেষ্টা বৃথা। হ্যাঁ, মৃতব্যক্তির নামে গরীব খাওয়ানো, মাদ্রাসার ছাত্র খাওয়ানো সদকাহ। অতএব তাতে সওয়াবের আশা করা যায়। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে কুরআনখানী বা দুআর মজলিস করা বিদআত।

তদনুরূপ যে নেকীর বীজ মৃতব্যক্তি জীবিতকালে বপন করে গেছে তার দীর্ঘস্থায়ী ফল মৃত্যুর পরও পেতে থাকবে। যেমন, সাদকাহ জারিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, কুঁয়া খনন প্রভৃতি) ইল্ম শিক্ষা দেওয়া, লাভদায়ক পুস্তক রচনা, জমি-সম্পত্তি, বই-পত্রাদি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করা ইত্যাদির সওয়াব জারি থাকে। *(মুসলিম ১৬৩১)*

দ্বীনী ইলমের নির্ভেজাল শিক্ষার জন্য আপনার মাদ্রাসাকে সাহায্য করুন। ঠিকানাঃ-
পোঃ পিচকুরি, জেলাঃ বর্ধমান, পবঃ ৭১৩১২৮ ফোনঃ ০৩৪৫২২৫০২২৫